بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

আঁ হযরত (সা.)'র মহান বদরী সাহাবী এবং প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণায় তাঁর প্রেরিত যুদ্ধাভিযানগুলির হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ জুন, ২০২২ ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন অভিযান সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। ৭ম যুদ্ধাভিযান ছিল **হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আ'স**-এর নেতৃত্বাধীন অভিযান; তাঁর জন্য তিনি পতাকা প্রস্তুত করেন এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তী **হামপাতাইন** অঞ্চল অভিমুখে তাঁকে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আ'স-এর নাম ছিল খালিদ এবং ডাকনাম ছিল আবু সাঈদ। হযরত খালিদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন একদম প্রথমদিকে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি হল, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় দাঁড়ানো, আর তার বাবা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করছে আর মহানবী (সা.) তার কোমর ধরে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন যাতে তিনি আগুনে না পড়ে যান। হযরত খালিদ এ ঘটনায় ভীত হয়ে জেগে ওঠেন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম, এ স্বপ্ন সত্য। পরবর্তিতে হযরত খালিদ মহানবী (সা.)'র সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কার দিকে মানুষকে আহ্বান করেন? মহানবী (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান জানাই, যিনি একক এবং যার কোন অংশীদার নেই। আর আমি তাঁর সৃষ্ট বান্দা এবং তাঁর পক্ষ থেকে রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, তোমরা ঐ সব পাথরকে উপাসনা করা ত্যাগ কর যেগুলি শুনতে সক্ষম না দেখতে। আর সেগুলি না কারর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে আর না কারর কোন উপকারে আসতে পারে। তারা তো এটাও অবগত নয় যে কে তাদের পূজা করছে আর কে করছে না। এ কথা শুনে হযরত খালিদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতিরেকে কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আপনি তাঁর রসূল।

মুসলমানরা যখন ইথিওপিয়ার দিকে দ্বিতীয়বার হিজরত করে তখন হযরত খালিদও তাদের সাথে হিজরত করেন। তিনি খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তা স্বত্তেও আঁ হযরত (সা.) যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হতে তাঁকেও ভাগ প্রদান করেছিলেন। পরবতির্তে মক্কা বিজয়, হুনায়ন, তায়েফ এবং তবুক ইত্যাদি সকল যুদ্ধাভিযানেই তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য পান নি বলে তিনি অত্যন্ত মনস্তাপে ভুগতেন। আঁ হযরত (সা.) কে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি! মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে মানুষ একবার হিজরতের সৌভাগ্য পেয়েছে আর তুমি দুইবার এই সৌভাগ্য লাভ করেছ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন মুরতাদদের বিরূদ্ধে সেনাভিযানের জন্য পতাকা প্রস্তুত করেন তখন একটি পতাকা তিনি হযরত খালিদের জন্যও প্রস্তুত করেন এবং তাঁকে তায়মা অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে কোথাও না যান এবং আশেপাশের লোকদের সাক্ষাতের জন্য আহ্বান জানান এবং তাদেরকেই যেন স্বীকার করেন যারা কখনও মুরতাদ হয়নি। এছাড়া কেউ আগ বাড়িয়ে আক্রমণ না করলে যেচে কারও সাথে যেন যুদ্ধ না বাধান। হযরত খালিদ (রা.) তায়মা গিয়ে অবস্থান নেন, আশেপাশের অনেক দল তার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করে। এতবড় মুসলিম বাহিনীর খবর পেয়ে রোমানরাও তাদের প্রভাবাধীন আরবদের বড় একটি বাহিনী জড়ো করে। হযরত খালিদ (রা.) রোমানদের প্রস্তুতি এবং আরব বাহিনীর আগমন সম্পর্কে সবকিছু হযরত আবু বকর (রা.) কে অবগত করলে তিনি তাকে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের প্রতিহত করার নির্দেশ দেন এবং সন্ত্রস্ত না হয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য কামনা করতে বলেন। হযরত খালিদ নির্দেশ পাওয়ামাত্র অগ্রসর হন; তিনি শত্রুর নিকটবর্তী হলে তারা ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায় এবং তিনি অত্র অঞ্চলের দখল গ্রহণ করেন। এই সফলতার সংবাদ হযরত খালিদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) কে পত্র মারফৎ জানান। ইতিহাস থেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র সময়কালে মুরতাদদের বিরূদ্ধে হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.)'র সেনাভিযানের শুধু এতটুকুই উল্লেখ পাওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন; মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরূদ্ধে ৮ম সেনা অভিযানের নেতৃত্ব দেন হযরত তুরায়ফা বিন হাজেয। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তুরায়ফা বিন হাজেয (রা.)'র জন্য একটি পতাকা প্রস্তুত করেন এবং তাকে **বনু সুলায়ম ও বনু হাওয়াযিন** গোত্রকে দমন করতে নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হবার পর **তুরায়ফাকে** বনু সুলায়ম গোত্রের মুসলমানদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি একজন মোখলেস এবং নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি এমন প্রভাবসঞ্চারী বক্তব্য রেখেছিলেন যে বনু সুলায়ম গোত্রের আরবদের অনেকেই তার সাথে এসে মিশেছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত; ফুজাআ' নামক বনু সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে এসে বলে যে সে একজন মুসলমান এবং সে চায় মুরতাদদের বিরূদ্ধে জেহাদ করতে। তাই তাকে যেন সওয়ারি এবং সাহায্য প্রদান করা হয়। হযরত আবু বকর ঐ ব্যক্তিকে বাহন, যুদ্ধাস্ত্র এবং তার সাহায্যার্থে সশস্ত্র জনাদশেক মুসলমান প্রদান করেন। ফুজাআ' তার গোত্রের দিকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে সে মুরতাদ আরবদের নিজের সাথে মিলিয়ে নিতে থাকে। যখন তার দল ভারী হয়ে যায় সবার আগে সে তার সাথে থাকা মুসলমান সাথীদের হত্যা করে এবং তাদের সব মাল লুটপাট করে। এরপর সে পুরো অঞ্চলে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে খুন-খারাবি ও লুটপাটের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এ সংবাদ পেলেন তখন তাকে দমন করার জন্য হযরত তুরায়ফা বিন হাজজকে নির্দেশ দেন; আর লেখেন তুমি তোমার সাথের মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা কর নয়ত গ্রেফতার করে আমার

কাছে পাঠিয়ে দাও। হযরত তুরায়ফা বিন হাজজ তার দমনে রওয়ানা হন। দুই দলের পরস্পরের প্রচন্ড সংঘর্ষ বাধে। হযরত তুরায়ফা ফুজাআ'কে গ্রেফতার করে তাকে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে হাজির করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফাকে নির্দেশ দেন তাকে বাকীয়'তে নিয়ে গিয়ে আগুনে নিক্ষেপ কর। তার সাথে এই আচরণ এই জন্যই করা হয়েছিল কারণ সেও মুসলমানদের সঙ্গে এই আচরণ করে এসেছিল।

মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরূদ্ধে ৯ম অভিযানে নেতৃত্ব দেন হযরত আলা বিন হাযরামি (রা.), যাকে বাহরাইনে প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত আলা বিন হাযরামি (রা.)'র জন্য একটি পতাকা প্রস্তুত করেন এবং তাকে বাহরাইনে যেতে নির্দেশ দেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্‌র প্রতি তবলীগি পত্র প্রেরণের সময় মহানবী (সা.) হযরত আলা (রা.)-কে চিঠিসহ বাহরাইনের শাসক মনযার বিন সাওয়ার নিকট পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তিতে মহানবী (সা.) তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.)'র তিরোধান অবধি তিনি বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। এর পর হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালেও তিনি এই পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাহরাইনের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে বাহরাইন হায়রা বাদশাহের অধীনে ছিল। আর হায়রা বাদশাহ কেসরা শাসকদের অধীনস্ত ছিল। বাহরাইনের উপকূলীয় এবং বানিজ্যিক শহরগুলিতে মিশ্র জনজাতির মানুষ বসবাস করত। এখানকার হাজর অঞ্চলের ফার্সী, খ্রীষ্টান এবং ইহুদীরা অনীহা সত্ত্বেও জিযিয়া বা কর প্রদানে সম্মত হয়েছিল। বাহরাইনের অবশিষ্ট অঞ্চল এবং শহরগুলি অমুসলিম থেকে যায়। তারা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করে বসত। মহানবী (সা.)'র মৃত্যুর পর আব্দুল কায়েস গোত্র ইসলাম ধর্মে অবিচল থাকে। ধর্মদ্রোহিতার বাতাস অবধি তাদের কাছে আসতে পারে নি। অবশিষ্ট আরব এবং অনারব সবাই মদীনার শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। ইরানের শাসকশ্রেণী তাদের সাহস বাড়ায় এবং বিদ্রোহের কামান আরবের একজন বড় মাপের নেতা মুনযার বিন নু'মান-এর হাতে তুলে দেয়। কেসরা মুনযার বিন নু'মানকে শাহী বস্ত্র দান করে, তাকে মুকুট পরিয়ে দেয়। একশত অশ্বারোহী এবং সাত হাজার পদাতিক এবং বাহন দিয়ে তাকে বাকর বিন ওয়াইল গোত্রের সাথে বাহরাইন যেতে নির্দেশ দেয়। সবার আগে সে আব্দুল কায়েস গোত্রকে ইসলাম বিমুখ করার চেষ্টা করে কিন্তু অসফল হয়। তখন সে শক্তি বলে তাদেরকে পরাস্ত করতে চায়। আব্দুল কায়েস গোত্রের জনগণ তাদের নেতা হযরত জারুত বিন মা'লা'র নিকট চার হাজারের মতো তাদের গোলাম এবং মিত্রদের নিয়ে উপস্থিত হয়। অপরদিকে বকর বিন আওয়ায়েল গোত্র তাদের ন' হাজার ইরানী এবং তিন হাজার আরবদের সাথে নিয়ে তাদের কাছাকাছি আসে। অতঃপর উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বকর বিন আওয়ায়েল গোত্র ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এরপর দ্বিতীয়বার তারা আবার সংঘর্ষে লিপ্ত হলে এবার আব্দুল কায়েস গোত্রের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এইভাবে পরস্পরের প্রতি প্রতিশোধ নিতে থাকার ফলে তাদের মাঝে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। বহু লোক মারা পড়ে। শেষপর্যন্ত আব্দুল কায়েস গোত্রের জনতা বকর বিন আওয়ায়েল গোত্রের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। আব্দুল কায়েস বুঝে গিয়েছিল যে এখন তারা বকর বিন আওয়ায়েলের বিরুদ্ধে কোন ক্ষমতা রাখে না তাই তারা পরাজিত হয়েছে। অবশেষে তারা হাজর অঞ্চলে তাদের জুয়াসা দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বকর বিন আওয়ায়েল গোত্র তাদের ইরানি সৈন্যদের সাথে অগ্রসর হয়ে দুর্গ অবধি পৌঁছে যায়। এবং তাদের ঘিরে ফেলে খাদ্য-পানীয় আটকে দেয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন আব্দুল কায়েস গোত্রের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন তিনি খুবই ব্যাথিত হন। তিনি হযরত আলা বিন হাযরামিকে ডেকে পাঠান এবং সৈন্যদলের নেতৃত্ব তাঁকে প্রদান করেন। সেই সাথে আব্দুল কায়েস গোত্রকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দুই হাজার মোহাজের এবং আনসারকে

সাথে নিয়ে বাহারাইনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ জারি করেন। সেই সাথে নির্দেশ দেন, যে সব আরব গোত্রগুলির কাছে দিয়ে তোমরা অতিক্রম করবে তাদেরকে বকর বিন আওয়ায়েল-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকবে। কেননা তারা ইরানের বাদশাহ কেসরার নির্ধারিত মুনযার বিন নু'মান-এর সাথে এসেছে। আর তারা অর্থাৎ সেই বাদশাহ তার মাথায় মুকুট পরিয়েছে এবং ঐশী জ্যোতিকে নির্বাপিত করার তারা সঙ্কল্প রাখে। তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের হত্যা করেছে। অতএব তেমরা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ পাঠ করতে করতে রওয়ানা হয়ে যাও। হযরত আলা বিন হাযরামি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র নির্দেশনা বাস্তবায়নে রওয়ানা হয়ে যান।

হুযুর আনোয়ার বলেন; বাকি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তিতে আলোচনা হবে।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
24 June 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in